নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচরে প্রথম বোরো ধান আবাদ: কৃষকের মুখে হাসি

নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচরের চর মজিদ এলাকায় প্রথম বারের মতো বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), আঞ্চলিক কার্যালয়, সোনাগাজী, ফেনী কর্তৃক ব্রি'র মাননীয় মহাপরিচালক ড. মো: শাহজাহান কবীর এর নির্দেশনায় ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর সহযোগিতায় পরীক্ষা মূলকভাবে ব্রি ধান৫৮, ব্রি ধান৬৭, ব্রি ধান৭৪ ও ব্রি ধান৮৯ জাত সমূহের মোট৪২ (বিয়াল্লিশ) বিঘা জমিতে প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়। উক্ত প্রদর্শনী ভুক্ত কৃষকদেরকে ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, সোনাগাজী, ফেনী হতে বিনামূল্যে বীজ, সার, প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান করা হয় যাতে করে প্রথমবারের মতো বোরো ধান আবাদ করে কৃষক বাম্পার ফলন পেয়েছে। গত ০৫/০৫/২১ তারিখে আবাদকৃত ব্রি ধান৫৮, ব্রি ধান৬৭, ব্রি ধান৭৪ ও ব্রি ধান৮৯ এর উপর কৃষক সমাবেশ, শস্য কর্তন ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাঠ দিবসে প্রায় ১৫০ জন কৃষক-কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, সোনাগাজীর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান ড. বিশ্বজিৎ কর্মকার। উক্ত মাঠ দিবস সমূহে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নোয়াখালী এর উপ-পরিচালক কৃষিবিদ মো: শহীদুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুবর্ণচর উপজেলা কৃষি অফিসার মো: হারুনুর রশীদ। উক্ত মাঠ দিবসে আরো বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রি সোনাগাজীর ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো: নাঈম আহমেদ এবং বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো: নিয়াজ মোর্শেদ। শস্য কর্তনে ব্রি ধান৫৮, ব্রি ধান৬৭, ব্রি ধান৭৪ ও ব্রি ধান৮৯ এর গড় ফলন পাওয়া যায় যথাক্রমে ৭.১০, ৬.৯৫, ৭.২৯ ও ৮.৫৭ টন/হেক্টর যা স্থানীয় বিভিন্ন জাত ও বিভিন্ন হাইব্রিড জাতের তুলনায় বেশী।বিশেষ করে এ অঞ্চল যেখানে বছরের বেশির ভাগ সময় জমি পতিত থাকে এবং স্থানীয় জাতের ধান আবাদ করে তেমন ফলন পাওয়া যায় না সেখানে উক্ত জাতগুলো খুবই উপযোগী। ফলে অত্র অঞ্চলে এ জাতের আবাদ বৃদ্ধি করে এদেশের খাদ্য নিরাপত্তা আরও টেকসই করে বিদেশে চাল রপ্তানি করা সম্ভব হবে।তিনি বলেন আবাদি জমি কমে যাওয়া সত্ত্বেও বর্তমান সরকারের কৃষি বান্ধব নীতির কারণে ১৯৭০-৭১ সালের তুলনায় দেশে ধান উৎপাদন বেড়েছে প্রায় তিন গুনের বেশি।ব্রি ধান৮৯, ৭৪ এর ফলন পাশ্ববর্তী কৃষকের জমিতে আবাদকৃত হিরা-২ এর চেয়ে প্রায় ২ টন/হে. বেশী হয়েছে। ব্রি ধান৮৯, ৭৪ জাত দুটোর আবাদ সম্প্রসারণ করে ধানের উৎপাদন আরও কয়েক গুন বাড়ানো সম্ভব হবে যা বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। সর্বোপুরি আমরা বলতে পাড়ি অনাবাদি জমিতে ব্রি ধানের সফল আবাদ ব্রি সোনাগাজীর একটি উদ্ভাবন।

ব্রি'র মাননীয় মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর কৃষকগণের এর সাথে মতবিনিময় করেন ও উদ্বুদ্ধকরণ বক্তব্য প্রদান

ব্রি'র মাননীয় মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর কর্তৃক কৃষকগণের মাঝে বিনামূল্যে প্রদর্শণীর বীজ বিতরণ

সুবর্ণচর, নোয়াখালীতে ব্রি ধান৮৯ এর প্রদর্শণী মাঠ

সুবর্ণচর, নোয়াখালীতে ব্রি ধান৮৯ এর মাঠ দিবস

Sonargaon University (SU)
সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি (এসইউ) SHINE
Admission going on
Graduate & Post Graduate Programs
(50%-100% Scholarship on Tuition Tee)
+88024812247, www.su.edu.bd
fb: facebook.com/sonargaonuniversity
147/I, Green Road, Panthapath, Dhaka.

দৈনিক আধিকার
এগিয়ে চলার প্রত্যয়ে...
মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100
odhikar.news রেজিঃ নং ১২৪১ ঃ বর্ষ-৩ ঃ সংখ্যা ঃ ৩০৬ ঃ ঢাকা, শুক্রবার ০৭ মে ২০২১ :: ২৪ বৈশাখ ১৪২৮ বাংলা :: ২৪ রমজান ১৪৪২ :: পৃষ্ঠা- ১২, মূল্য-৫ টাকা

সুবর্ণচরে ব্রি জাতের বোরো আবাদে বাম্পার ফলন

আরিফ সবুজ, স্টাফ রিপোর্টার (নোয়াখালী)

গ্রামের প্রায় পুরোটাই অনাবাদি। শুধু মাঝখানের প্রায় ৪২ বিঘা জমিতে ছড়িয়ে আছে সোনালি আভা। বাতাসে দোল খাচ্ছে পাকা ধানের শিষ। কৃষকের বিস্ময় আর আগামীর স্বপ্নও যেন দোল খাচ্ছে ধানের শিষের সঙ্গে। গ্রামের নাম চর মজিদ।

এর অবস্থান নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলার পূর্বচরবাটা ইউনিয়নে। এখানে আবাদি জমির পরিমাণ দুই হাজার বিঘার বেশি। লবণাক্ততাপ্রবণ এ গ্রামে মাত্র একটি ফসল হয়।

আর সেটি হলো বর্ষা মৌসুমে আমন ধান। জুনের শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু আমন আবাদ। অক্টোবরে ধান ঘরে ওঠে। এরপর পুরো বছরই পড়ে থাকে জমি।

এবারই প্রথম চর মজিদ গ্রামে বোরো ধানের চাষ করেছেন কৃষকেরা। পরীক্ষামূলকভাবে ৪২ বিঘা জমিতে ব্রি-৫৮, ব্রি-৬৭, ব্রি-৭৮, এবং ব্রি-৮৯ নামের উচ্চ লবণ সহনীয় ধানের চাষ করেছেন। বীজ থেকে শুরু করে সার্বিক সহযোগিতা করেছে ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (ব্রি) সোনাগাজী আঞ্চলিক কার্যালয়।

বুধবার চর মজিদ গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, জমিতে পড়ে আছে কেটে নেওয়া আমন ধানের গোড়া, মাটিও শুষ্ক। বিলের মাঝে চোখে পড়ে ধানের খেত। পাক ধরেছে ধানে।

অনেকে ধান কাটছে। ওই বিলে রয়েছে মো. নুর উদ্দিন ৩ বিঘা জমি। সেখানে আমন ধানের বাইরে কখনো কোনো ফসলের চাষ হতে দেখেননি তিনি।

লবণাক্ততা ও পানির সমস্যার কারণে নিজেও কখনো চেষ্টা করেননি অন্য ফসলের চাষ করতে। কিন্তু এবার বোরো মৌসুমে প্রথমবারের মতো ব্রি-৮৯ জাতের ধান চাষ করেন ওই জমিতে।

তাকে বিনা মূল্যে দেওয়া হয় বীজ, সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ। প্রথম দিকে অনিশ্চয়তা থাকলেও দুই মাস পর মুখে হাসি ফুটতে শুরু করে তার। এই বিলে আব্দুল্যাহ ফারুক নামের আরেক কৃষকের জমি আছে ৩০ বিঘা।

এবার তিন বিঘা জমিতে বোরো ধানের চাষ করেছেন তিনি। ধানের ফলন ভালো হওয়ায় ভবিষ্যতে পুরো জমিতেই বোরোর চাষ করবেন বলে জানান তিনি।

ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের (ব্রি) সোনাগাজী কার্যালয়ের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. বিশ্বজিৎ কর্মকার বলেন, 'ওই এলাকায় একটির বেশি ফসল হয় না। তাই ব্রি-৮৯ জাতের ধান লাগাতে কৃষকদের বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছি। ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের (ব্রি) নোয়াখালী (বারী) কার্যালয়ের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. মহিউদ্দিন বলেন, ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের (ব্রি) এর পরামর্শে ওই এলাকার কৃষকদের বোরো চাষে উদ্বুদ্ধ করতে ব্রি-৮৯ জাতের ধানের বীজ বিনা মূল্যে দেওয়া হয়। পাশাপাশি চাষের জন্য কৃষকদের বিভিন্ন পরামর্শ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় । তিনি জানান, ব্রি-৫৮, ব্রি-৬৭, ব্রি-৭৮, এবং ব্রি-৮৯ হেক্টর প্রতি যথাক্রমে ৭.১ টন, ৬.৯৫ টন, ৭.২ টন এবং ৮.৫টন ফসল পাওয়া গেছে ।

প্রিন্ট মিডিয়াতে সুবর্ণচর, নোয়াখালীতে ব্রি ধান৫৮, ৬৭, ৭৪ ও ৮৯ এর মাঠ দিবস এর খবর প্রকাশিত

ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে সুবর্ণচর, নোয়াখালীতে ব্রি ধান৮৯ এর মাঠ দিবস এর খবর প্রচার

ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে সুবর্ণচর, নোয়াখালীতে ব্রি ধান৮৯ এর মাঠ দিবস এর খবর প্রচার